সমঝোতা স্মারক

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
ও
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

২২ জুলাই, ২০০৩ইং

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
এবং
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর-এর মধ্যে
সমঝোতা স্মারক

ভূমিকাঃ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীন অবকাঠামো নির্মানের পাশাপাশি উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে আসছে। পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনসহ সকল কাজে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এলজিইডি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এলজিইডি বিভিন্ন সেক্টরভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে, যেমনঃ পল্লী উন্নয়ন অবকাঠামো, নগর উন্নয়ন অবকাঠামো এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক অবকাঠামো। প্রতিটি সেক্টরেই অবকাঠামো নির্মানের পাশাপাশি উপকারভোগীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিষয়টিকে এলজিইডি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আসছে।

এলজিইডি সকল ক্ষেত্রে এবং সকল স্তরের কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কের অসমতা দূরীকরণেও এলজিইডি সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছে। ইতিমধ্যে এলজিইডি সিনিয়র নারী ও পুরুষ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে "এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম" নামে একটি ফোরাম গঠন করেছে। ফোরামের পক্ষ থেকে একটি "পলিসি গাইডলাইন" তৈরী করা হয়েছে, যার ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি "এলজিইডি জেন্ডার সমতা কৌশল" এবং "জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা ২০০২-২০০৭" তৈরী করেছে। উক্ত কর্ম-পরিকল্পনা এলজিইডি'র প্রধান তিনটি সেক্টর, যেমনঃ পল্লী উন্নয়ন, নগর উন্নয়ন এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের জন্য আলাদাভাবে তৈরী করা হয়েছে। যার উপর ভিত্তি করে সেক্টরভিত্তিক প্রকল্পগুলো তাদের নিজস্ব প্রকল্প ভিত্তিক "জেন্ডার ও উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা" তৈরী করবে এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সক্রিয় থাকবে।

নারী শ্রমিক যেন তার কাজের ন্যায্য মজুরী পায়, সে বিষয়টিকে এলজিইডি যথেষ্ট সহমর্মিতার সাথে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অধিদপ্তরের নারী কর্মীদের জন্যও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়। যেমনঃ আলাদা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, নামাজের জন্য আলাদা স্থান, যাতায়াতের জন্য গাড়ীসহ নানাবিধ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। এলজিইডি একটি নারী-বান্ধব কর্মস্থল তৈরীতে উৎসাহী। তাই সরকারের "মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর"-এর সাথে এলজিইডি তথা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর একটি "সমঝোতা স্মারক" স্বাক্ষর করতে আগ্রহী। বিশেষ করে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। প্রকল্পের উপকারভোগী নারী পুরুষ সকলকে নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের সংগঠন হিসাবে "পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি" গঠন করা হয়। এই সমিতি উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল কাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখার পাশাপাশি পরবর্তীতে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন-এর দায়িত্ব গ্রহন করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে মোট ২৮০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যেখানে নারী উন্নয়ন বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের পাশাপাশি কৌশলগতদিক যেমনঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মহিলাদের জন্য ৩০% সদস্যপদ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাছাড়া পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন কমিটিতেও মহিলা সদস্য রাখা হয়েছে। দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিলাদেরকে বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো বেশী প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনেক জায়গাতেই প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর সাথে এলজিইডির কোন সমঝোতা স্মারক না থাকায় এলজিইডি এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অনেক কর্মকর্তাই এধরণের কাজে অংশ নিতে প্রতিবন্ধকতা মনে করছেন। অথচ এ ধরণের কাজের ফলাফল খুবই আশাব্যঞ্জক ছিল। এসব দিক বিবেচনা করে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের ৩০০টি উপ-প্রকল্পে নারীর সক্রিয় এবং ফলপ্রসু অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উল্লেখিত দুই অধিদপ্তরের মধ্যে একটি "সমঝোতা স্মারক" স্বাক্ষর করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

সমঝোতা স্মারক

এই সমঝোতা স্মারক অদ্য ২২শে জুলাই, ২০০৩ইং তারিখে নিম্নলিখিত দুটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এবং মধ্যে স্বাক্ষরিত হলঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (পরবর্তীতে "মবিঅ" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং এই সমঝোতা স্মারকে এই প্রতিষ্ঠানের মহা-পরিচালক জনাব দুলাল আব্দুল হাফিজ কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব

এবং

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (পরবর্তীতে "এলজিইডি" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) গ্রামীণ ও নগর অবকাঠামো এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন ও পানি সেচ উন্নয়নে নিয়োজিত এবং এই সমঝোতা স্মারকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল হাসান কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব।

প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে,

যেহেতু

- "মবিঅ" এর দায়িত্ব হল, পরিকল্পনা তৈরী, কৌশলপত্র প্রনয়ন এবং মহিলাদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

- এলজিইডি'র দায়িত্ব হল গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ বৃদ্ধি, গ্রোথ সেন্টার বা হাট বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে ও পণ্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা উন্নতকরণের লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্ম সংস্থানের সুযোগ তৈরী করা।

- "মবিঅ" ও এলজিইডি দেশের অর্ধেক জনগণ তথা নারীদের উন্নয়নে যৌথভাবে আগ্রহান্বিত, উভয়ে এলজিইডি কর্তৃক প্রকল্প ও উপ-প্রকল্পসমুহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম আয়োজনে সহায়তা করবে।

সেহেতু, উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে "মবিঅ" ও "এলজিইডি" পারস্পরিকভাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানে সম্মত হলো:

১. **সহযোগিতা প্রদান**

"মবিঅ" ও এলজিইডি'র মধ্যে কারিগরি সহযোগিতা কার্যক্রমে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত থাকবে:

ক) তথ্য ও প্রকাশনা বিনিময়;
খ) মহিলা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রম আয়োজন;
গ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আওতায় এবং এলজিইডি'র অনুরোধে কারিগরি পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদান।

২. **শর্ত**

এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের তারিখ থেকে কোন কারণে বাতিল না করা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উভয় পক্ষই লিখিত নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে সমঝোতা স্মারক বাতিল করতে পারবেন। তবে নোটিশ প্রদানের তারিখ থেকে পরবর্তী ১৮০ দিন পর্যন্ত সমঝোতা স্মারকের কার্যকারিতা বলবৎ থাকবে।

এলজিইডি'র দায়িত্বসমূহঃ

১. এলজিইডি ও এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ মবিঅকে বিধি সম্মত উপায়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

২. এলজিইডি প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প এলাকায় আয়োজিত মহিলা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রম, পরিকল্পনা ও কর্মসূচী সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং এ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় করবে।

৩. এলজিইডি প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প চলাকালিন সময়ে মহিলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজনে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করবে।

৪. এলজিইডি প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য মবিঅকে সরবরাহ করবে।

৫. এলজিইডি মবিঅ'র সাথে ঘনিষ্ট ও কার্যকরী সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প বা উপ-প্রকল্প এলাকায় মহিলা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিকিকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪. মবিঅ'র দায়িত্বসমূহ

১. জেলা ও উপজেলা পর্যায় মবিঅ এর যে সকল নিজস্ব দপ্তর বিদ্যমান সে সকল দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মীদের মাধ্যমে এলজিইডি'র প্রকল্প ও উপ-প্রকল্পের আওতায় মহিলা উন্নয়ন ও মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য জরীপকাজসহ প্রকল্প ও উপ-প্রকল্পের সুফলভোগীদের চাহিদা নির্ণয় ও যাচাই, মহিলা উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে এবং মবিঅ তাদের নিজস্ব কার্যক্রমে যথাসম্ভব প্রকল্প ও উপ-প্রকল্পের সুফলভোগীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

২. মবিঅ এলজিইডি'র প্রকল্প ও উপ-প্রকল্প এলাকায় মহিলাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প ও উপ-প্রকল্প এলাকার কাঁচামাল প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী ব্যবস্থাপনায় ও কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগীতা প্রদান করবে।

৩. মবিঅ জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প এলাকায় উপজেলা ও জেলা পর্যায় এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দকে তথা মহিলাদেরকে বিশেষ করে দুঃস্থ মহিলাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদের জন্য প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে সহযোগীতা ও পরামর্শ প্রদান করবেন।

৪. মবিঅ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, প্রকল্প বা উপ-প্রকল্প এলাকার মহিলাদের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় জনগণকে সচেতন করার কাজে সহায়তা করবে।

৫. মবিঅ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, এলজিইডি ও প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মীদের মহিলা বিষয়ক কৌশলপত্র যেমনঃ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, এলজিইডি জেন্ডার সমতা কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা ও জেলা পর্যায় প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করবে।

৬. মবিঅ উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, প্রকল্প বা উপ-প্রকল্প এলাকায় মহিলা উন্নয়ন বিষয়ক কার্যাবলী/প্রতিবেদন উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় পেশ/আলোচনা করবেন এবং উক্ত

প্রতিবেদন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর এবং অনুলিপি এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী বরাবর প্রেরণ করবেন।

৭. মবিঅ প্রকল্পে নিয়োজিত জনবলের সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশাবলী অনুসরণে পাবসসকে প্রকল্প/উপ-প্রকল্পে মহিলা উন্নয়ন বিষয়ক পরিকল্পনা এবং মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা প্রদানসহ অধিক গুরুত্বপূর্ণ উপ-প্রকল্প নির্বাচনে সহায়তা প্রদান করবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে মবিঅ ও এলজিইডি এই স্মারকের শুরুতে উল্লেখিত তারিখে ৪টি মূলকপিতে স্বাক্ষর প্রদান করতঃ ১টি করে কপি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়ে প্রেরণে সম্মত হল।

স্বাক্ষর:

(দুলাল আব্দুল হাফিজ)
মহা-পরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

স্বাক্ষর:

(মোঃ শহীদুল হাসান)
প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর